

## 49985 - ফরয রোয়ার কায়া পালনকালে রোয়া ভেঙ্গে ফেলার হ্রকুম

### প্রশ্ন

ফরয রোয়ার কায়া পালনকালে রোয়া ভেঙ্গে ফেলার হ্রকুম?

### প্রিয় উত্তর

যে ব্যক্তি কোন ফরয রোয়া পালন করা শুরু করেছে যেমন রমযানের কায়া রোয়া কিংবা শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারার রোয়া তার জন্য কোন ওজর ছাড়া (যেমন- রোগ ও সফর) উক্ত রোয়া ভেঙ্গে ফেলা জায়েয নয়।

যদি কেউ ওজরের কারণে কিংবা ওজর ছাড়া রোয়া ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার উপর এই দিনের বদলে অন্য একদিন রোয়া কায়া পালন করা ফরয। তাকে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। কেননা কাফ্ফারা ফরয হয় শুধুমাত্র রমযান মাসের দিনের বেলায় সহবাস করার কারণে।

যদি সে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়া রোয়াটি ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার উপর এই গুনাহর কাজ থেকে তওবা করা আবশ্যিক।

ইবনে কুদামা (8/৪১২) বলেন:

যে ব্যক্তি কোন ফরয রোয়া শুরু করেছে যেমন- রমযানের কায়া রোয়া বা মানতের রোয়া বা কাফ্ফারার রোয়া তার জন্য এর থেকে বেরিয়ে যাওয়া জায়েয নয়। আলহামদু লিল্লাহ; এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।[সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত]

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' থেকে (৬/৩৮৩) বলেন:

কেউ যদি রমযান ব্যতিত অন্য কোন রোয়া পালনকালে সহবাসে লিঙ্গ হয়; যেমন- রমযানের কায়া রোয়া বা মানতের রোয়া কিংবা অন্য কোন রোয়া সেক্ষেত্রে কাফ্ফারা দিতে হবে না। এটি সংখ্যা গরিষ্ঠ আলেমের অভিমত। কাতাদা বলেন: রমযানের কায়া রোয়া নষ্ট করার কারণে তার উপর কাফ্ফারা আবশ্যিক হবে।[সমাপ্ত]

[দেখুন: আল-মুগানি (8/৩৭৮)]

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়:

"একবার আমি রমযানের কায়া রোয়া পালন করছিলাম। জোহরের পরে আমার ক্ষুধা লেগে গেল বিধায় আমি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে ফেললাম; ভুলে নয়, অজ্ঞতাবশতঃ নয়। আমার এ কর্মের হ্রকুম কী?

জবাবে তিনি বলেন:

আপনার কর্তব্য ছিল রোয়া পূর্ণ করা। ফরয রোয়া (যেমন- রম্যানের কায়া রোয়া, মানতের রোয়া) ভেঙ্গে ফেলা জায়েয নেই। এখন  
আপনার কর্তব্য হচ্ছে-আপনি যা করেছেন এর থেকে তওবা করা। যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ্ তার তওবা করুণ করেন।"

[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৫/৩৫৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) জিজ্ঞেস করা হয় (২০/৮৫১):

"ইতিপূর্বের বছরগুলোতে আমি কায়া রোয়া আদায়কালে ইচ্ছাকৃতভাবে রোয়া ভেঙ্গে ফেলেছি। পরবর্তীতে ঐ দিনের বদলে অন্য  
একদিন রোয়া রেখেছি। আমি জানি না এভাবে একদিন রোয়া রাখার মাধ্যমে কায়া পালন হয়েছে; নাকি আমাকে লাগাতার দুইমাস  
রোয়া রাখতে হবে? আমার উপরে কি কাফ্ফারা আবশ্যক? দয়া করে জানাবেন।

জবাবে তিনি বলেন:

কোন মানুষ যদি ফরয রোয়া রাখা শুরু করেছে যেমন রম্যানের কায়া রোয়া, শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারার রোয়া, হজ্জের মধ্যে ইহরাম  
থেকে হালাল হওয়ার আগে মাথা মুণ্ডন করে ফেলার ফিদিয়াস্বরূপ কাফ্ফারার রোয়া ইত্যাদি; তার জন্য কোন শরয়ি ওজর ছাড়া রোয়া  
ভেঙ্গে ফেলা জায়েয নয়। তেমনিভাবে কেউ যদি কোন ফরয আমল শুরু করে তাহলে সে আমল শেষ করা তার উপর আবশ্যক।  
আমলটি কর্তন করাকে বৈধকারী কোন শরয়ি ওজর ছাড়া সে আমল ছেড়ে দেয়া জায়েয নয়। এই নারী যিনি কায়া রোয়া পালন করা  
শুরু করেছিলেন, এরপর কোন ওজর ছাড়া রোযাটি ভেঙ্গে ফেলেছেন এবং অন্যদিন রোযাটির কায়া পালন করেছেন তার উপর কোন  
কিছু আবশ্যক নয়। কেননা কায়া শুধু একদিনের বদলে একদিন হয়ে থাকে। কিন্তু, তার কর্তব্য হচ্ছে-বিনা ওজরে ফরয রোয়া ভঙ্গ  
করার কারণে তওবা করা এবং আল্লাহ্ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।" [সমাপ্ত]